যুগান্তর

তারিখ 09 JUN 2015
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৫

শিক্ষার উন্নয়নে ৯৩৬ কোটি টাকা দিচ্ছে এডিবি

যুগান্তর রিপোর্ট

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে চলমান কর্মসূচির অতিরিক্ত অর্থ সহায়তা দিচ্ছে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)। এ কর্মসূচির অনুকূলে অতিরিক্ত ১২ কোটি ডলারের ঋণ দিচ্ছে দাতা সংস্থাটি। দেশীয় মুদ্রায় যার পরিমাণ ৯৩৬ কোটি টাকা। অতিরিক্ত এ অর্থ প্রদানে সংস্থাটির সঙ্গে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। সোমবার রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে এক অনুষ্ঠানে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন এবং এডিবির আবাসিক প্রধান কাজুহিকো হিওচি।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন, শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিতকরণ এবং শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের দক্ষতা বাড়াতে ২০১১ এ কর্মসূচি হাতে নেয় সরকার। দাতাগোষ্ঠীর সহায়তানির্ভর মেগা কর্মসূচি বাস্তবায়নে ব্যয় ধরা হয় ২২ হাজার ১৯৬ কোটি টাকা। এটি বাস্তবায়নের শুরুতেই বিশ্বব্যাংক অর্থায়ন করেছিল প্রায় দুই হাজার ৭০০ কোটি টাকা এবং এডিবি অর্থায়ন করেছিল প্রায় দুই হাজার ৪০০ কোটি টাকা। এ ছাড়াও অর্থায়নে সহায়তা করেছিল ডিএফআইডিসহ বিভিন্ন দাতা সংস্থা। সূত্র জানায়, প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-পিইডিপি-৩ শীর্ষক কর্মসূচির অধীনে দেশব্যাপী ৩ হাজার ৬৮৫টি শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ, ২ হাজার ৭০৯টি বিদ্যালয় আবারও নির্মাণ, একজন শিক্ষকের অনুকূলে ৪০ ছাত্রের সমন্বয় তথা অনুপাত ১:৪০-তে নামিয়ে আনা, ১ লাখ ২৮ হাজার ৯৫৫টি টয়লেট স্থাপন, ৪৯ হাজার ৩০০টি নলকূপ, ৫৩ হাজার ৭৫০টি প্রস্রাবখানা নির্মাণ, ১১ হাজার ৬০০টি শ্রেণীকক্ষ মেরামত ও জেলা-উপজেলায় রিসোর্স সেন্টার করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। চলমান কর্মসূচিতে অতিরিক্ত অর্থায়নের মাধ্যমে ১ কোটি ৯০ লাখ শিশুকে স্কুলমুখী করা, মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদান ও প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত নিশ্চিত করার লক্ষ্য রয়েছে। আরও বেশিসংখ্যক শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসা ছাড়াও এ কর্মসূচির অধীনে বিশেষ করে অনগ্রসর এলাকাগুলোতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা অব্যাহত রাখা হবে। একই সঙ্গে স্কুলের সুযোগ-সুবিধা ও অবকাঠামো মান উন্নত করা হবে। এর বাইরে এ প্রকল্পের আওতায় মেধাভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ ও শূন্যপদ পূরণের নিশ্চয়তা বিধানে প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। উপরন্তু শিক্ষা বছরের প্রথম মাসেই ৯০ শতাংশ স্কুলে পাঠ্যবই বিতরণ নিশ্চিত করারও লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে সরকারের। কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। ২০১৭ সালের জুন নাগাদ কর্মসূচিটি বাস্তবায়িত হবে।